প্রথম আলো

তারিখ 22 FEB 2010
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের ছয় নেতা-কর্মী বহিষ্কার

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের এক কর্মীকে কুপিয়ে আহত করার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের ছয়জন নেতা-কর্মীকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। গত শনিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিনারি বডির এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ ছাড়া সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) মো. ফরহাদ হোসেনকে প্রধান করে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বহিষ্কৃত নেতা-কর্মীরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক গালিব ইমতেয়াজ, রাফিউল আমিন, কর্মী সাকির এবং ছাত্রলীগের কর্মী আজিবুর রহমান, আবদুল হাকিম ও সুজন।

জানা যায়, শনিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে আল বেরুনী হলের ছাত্রলীগের কর্মী তোফাজ্জল হোসেনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশমাইল গেটে কুপিয়ে আহত করা হয়। পরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার পরপরই জরুরি সভায় বসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিনারি বডির সদস্যরা। রাতেই বহিষ্কৃত ছয়জনসহ সাতজনের বিরুদ্ধে আশুলিয়া থানায় মামলা করেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের বিলুপ্ত কমিটির উপগ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক নাহিদুর রহমান।

এদিকে ডিসিপ্লিনারি বডির সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত নেতা-কর্মীরা। বহিষ্কৃত আজিবুর রহমান বলেন, হামলার ব্যাপারে আহত তোফাজ্জলের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ নেই। এর পরও ছাত্রলীগের এক নেতা মামলায় ছাত্রলীগের তিনজনের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ওই মামলায় যাঁদের নাম আছে, প্রশাসন কোনো তদন্ত ছাড়াই তাঁদের বহিষ্কার করে অন্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আহত তোফাজ্জল হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার সময় ছাত্রলীগের কোনো নেতা-কর্মী সেখানে ছিলেন কি না, তা তিনি জানেন না। পূর্বশত্রুতার জের ধরে শিবির-সমর্থকদের সহায়তায় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

এ ব্যাপারে সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) মো. ফরহাদ হোসেন বলেন, আহত তোফাজ্জলের সঙ্গে কথা বলে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।